কুসুম

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

ক্যাম্পাসে প্রথম দিনেই ধাঁধিয়ে গেলে
ফুলবেড়ের যুবা,
চোখ নয় যেন উজ্জ্বল হ্যালোজেন।

ফুলবেড়ে গ্রামে মাঠে মাঠে বদল নিয়ে কর্ষণ করে
সম্বৎসর পেট চালায় বাবা তোমার
ঘরে তিন বোন, কারো সিঁথিতে রঙ পড়েনি।

ফুলবেড়ের যুবা হাতে তোমার রাষ্ট্র শাস্ত্র
শ্রেণী সংগ্রামের এপিক
মনস্ক বিদ্যায় অধিকারের ভাবধারা বুঝে নাও।

ক্যাম্পাসে শহরের সর্বত্রই এমন প্রজ্বলিত হ্যালোজেন
ন্যালাভোলা যুবা তুমি, প্রজ্জ্বলন থেকে ফিরিয়ে রাখো মুখ
পাঁচ পো আশায় বুক ভরিয়ে রেখেছে বাবা তোমার
শহর থেকে কুসুম নিয়ে ফিরবে তুমি।

ফুলবেড়ের কর্ষিত মাঠে মাঠে বাপ ছেলে মিলে
ছড়াবে কুসুম, কাঞ্চন—।

ছায়াস্মৃতি

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন অনেক রাত হয়েছে
বুকের ভিতর ভরাকোটাল,
চন্দ্রাকর্ষে ওলট পালট
নাভিকুণ্ডে বিজয়বর্ণ!

এ রাত নাকি খানিক শুয়ে
ভ্রমণমাখা অরণ্যানি,
অভিমানী বিষাদনগর
কে আর রাখে দরজা খোলা।

তোমার চপল চোখের ছায়া
বারেক ফিরেও নীচের দিকে,
প্রেমপত্রে বিদ্ধ যুবক
ছিন্নলিপি বুনতে থাকে।

রাতপোহানো আলোর কণা
বালির প্রাসাদ দেয় গুঁড়িয়ে,
খিলান এবং গম্বুজে থাক
আমার স্পর্শ স্মৃতির ছায়ায়।।